বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম (Non-government Social Development Activities in Bangladesh)

ইউনিট 7

ভূমিকা

যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, মৌলক মানবিক চাহিদা পূরণে বিভিন্ন বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক সংস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বেসরকারি সমাজউন্নয়ন সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রেখে চলছে বিভিন্ন নামে কোথাও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কোথাও আবার সমষ্টিভিত্তিক সংগঠন, আবার অন্য কোথাও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। শিশু অধিকার রক্ষা, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মূলধন গঠন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, বিভিন্ন দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন তথা সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সমাজউন্নয়ন সংস্থার পরিধি বিস্তৃত। সমাজউন্নয়ন কার্যক্রমে তাই বেসরকারি সংস্থার তাৎপর্য অপরিসীম।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ইতিহাস
পাঠ-৭.২ ব্র্যাক'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৭.৩ ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন
পাঠ-৭.৪ গ্রামীণ ব্যাংক'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৭.৫ গ্রামীণ ব্যাংক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন
পাঠ-৭.৬ প্রবীণহিতৈষী সংঘ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৭.৭ প্রবীনহিতৈষী সংঘ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন
পাঠ-৭.৮ ইউসেপ বাংলাদেশ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৭.৯ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন

পাঠ-৭.১ বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ইতিহাস (History of Non-government Social Development Activities in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.১.১ উপনিবেশিক আমলের বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৭.১.২ পাকিস্তান আমলের বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭.১.৩ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.১.১ উপনিবেশিক আমলে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম

সুদূর অতীত থেকেই ভারতবর্ষে মানবহিতৈষী দর্শন ও স্বেচ্ছাসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেছে। উপনিবেশিক আমলে নানারকম বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি ও যুদ্ধ বিগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহযোগিতা করার জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটেছিলো। এসব স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মূলে ছিলো জমিদার পরিবারের সদস্য, তরুণ ও অভিজাত পরিবারের সদস্যবৃন্দ। সাধারণত ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপনিবেশিক আমলে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

তবে উপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গেছে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি এর মাধ্যমে সংগঠিত ভাবে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৪ সালে। এ সংস্থা দারিদ্র পীড়িত অঞ্চলে হাসপাতাল, স্কুল, এতিমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮০ সালে রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রিস্টিয়ান মিশন হাসপাতাল। স্থানীয়ভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অত্যন্ত ভালো ছিলো তার মধ্যে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার টাস্ট সবচেয়ে পুরাতন যা ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক সংস্থাগুলো বিশেষ করে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দাতব্য সংস্থাগুলোর অন্যতম ছিলো মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৫৯), ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮) রামকৃষ্ণ মিশন-১৮৯৬ প্রভৃতি।

৭.১.২ পাকিস্তান আমলে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর তাৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নানাবিধ বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব পাকিস্তান তুলনামূলকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ছিলো। তারপরও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈষম্যমূলক শাষনের কারণে এ অঞ্চলে ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ বিদ্যমান ছিলো। ১৯৬০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ১০ টি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে এ অঞ্চলের বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী। মানুষের দুর্দশা লাঘবে করতে সমাজউন্নয়নে এসময় বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বহুমুত্র সমিতি, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি তার মধ্যে অন্যতম। গ্রামীণ উন্নয়নে সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে কুমিল্লায় Pakistan Academy for Rural Development (১৯৫৯) গঠন করা হয়,যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পল্লী উন্নয়ন গবেষক, দার্শনিক ও সমাজসেবক ড. আখতার হামিদ খান। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে এই একাডেমির নাম পরিবর্তিত হয়ে Bangladesh Academy for Rural Development হয়। এ একাডেমি Comilla Model নামেও পরিচিত। এর আগে ১৯৫৩ সালে V-AID কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। V-AID কর্মসূচীর ব্যর্থতাই এই একাডেমি প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেসরকারি সংস্থা CARE দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করে। CARE পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে ঢাকায় অফিস প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর যে প্রলংয়কর ঘূর্নিঝড় বাংলাদেশে হয়েছিল তখনও বিভিন্ন বেসরকারি কার্যক্রম সমাজউন্নয়নে কাজ করেছে।

৭.১.৩ স্বাধীনতা পরবর্তী বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান বাহিনীর ধ্বংসলীলা বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ১৯৭০ সালে প্রলয়কারী ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বর্বরতা ও ধ্বংসলীলার কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দারুন চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে। এসময় যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র যেমন এগিয়ে আসে তেমনি ত্রাণ ও পুনবার্সন কার্যক্রমে বেসরকারিভাবে কর্মকাণ্ড চলতে থাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য গঠিত হয় BRAC (1972)। শরণার্থী মানুষদের ত্রাণ ও পুনবার্সনে BRAC গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরপর বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭৬ সালে প্রশিকা ও ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান ত্রাণ পুনবার্সনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করে। আশির দশকের পরে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম ইস্যু পরিবর্তিত হয়। নতুন ইস্যু হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার প্রসার অন্যতম ইস্যু হয়ে ওঠে। বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় ২০,০০০ এর আধিক বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দুই ভাবেই বেসরকারি সমাজউন্নয়ন কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেছে। ১৭৯৪ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলছিলো তা আজও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে চলমান। তবে সময় ও সমাজের অনুভূত চাহিদার প্রেক্ষিতে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রকৃতি ও পরিধি পরিবর্তিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ক) ১৭৯৫ সালে (খ) ১৮০৫ সালে

(গ) ১৭৯০ সালে (ঘ) ১৭৯৪ সালে

২। BARD এর প্রতিষ্ঠাতা-

(ক) আখতার হামিদ খান (খ) আতাউর রহমান খান

(গ) নওজেশ আলী খান (ঘ) খাজা নাজিমুদ্দিন

৩। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত বিভিন্ন বেসরকারি সমাজউন্নয়ন সংস্থার মূল উদ্দেশ্য কী ছিলো-

(ক) ত্রাণ ও পুনবার্সন (খ) নারী উন্নয়ন

(গ) মানবাধিকার (ঘ) জেন্ডার সমতা

পাঠ-৭.২ ব্র্যাক'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Activities of BRAC)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.২.১ ব্র্যাক'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
৭.২.২ ব্র্যাক'র কার্যক্রম আলোচনা করতে পারবেন।

৭.২.১ ব্র্যাক'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ব্রাক (BRAC) বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এ উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনায় যে সব সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে জনাব ফজলে হাসান আবেদের প্রতিষ্ঠিত "Save Bangladesh (1971)" অন্যতম। এ সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সিলেটের শাল্লা গ্রামে "Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC)" নামক সংস্থা গঠন করেন জনাব ফজলে হাসান আবেদ। পল্লীর দরিদ্র এবং শোষিত শ্রেণীর উন্নয়নের প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষে ১৯৭৩ সালে ব্র্যাকের নাম পরিবর্তন করে "Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)" হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশেষত প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাক অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখে চলছে। জনগোষ্ঠীভিত্তিক ব্র্যাকের বিভিন্ন উদ্ভাবনা যথা- ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, আইন সহায়তা, সামাজিক উবুদ্ধকরণ, জীবিকা সংস্থান, অতিদরিদ্রদেরকে সম্পদ হস্তান্তর, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজে অধিকার বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। ১৯৭২ সালে ব্র্যাক তার যাত্রা শুরু করে বর্তমানে এর ০১ লক্ষ্য ২০ হাজার কর্মী বিশ্বব্যাপী ১১ টি দেশে ১৩৫ মিলিয়ন মানুষের জীবন সংগ্রামে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ব্র্যাক এমন এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে যা উন্নয়ন কর্মসূচিকে সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করেছে এবং একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান ও সেবাগ্রহীতাদের স্বাবলম্বনের পথে এগিয়ে দিয়েছে। ব্র্যাকের ভিশন হলো এমন একটি পৃথিবী গড়ে তোলা যেখানে কোনো প্রকার শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষের সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ থাকবে।

চিত্র ৭.২.১ : ব্র্যাক

ব্রাকের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত দিক থেকে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ অসহায়, দুস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়নকে তরান্বিত করা। ব্র্যাকের মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে–

ক. দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং সামাজিক অবিচার দূরীভূত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করা; এবং
খ. বিভিন্ন সামাজিক ও অথনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে বড় মাপের ইতিবাচক পরিবর্তন এনে সমাজের সকল নারী ও পুরুষের সম্ভাবনার বিকাশ সাধন।

এসব লক্ষ্যে ব্র্যাক'র মূল্যবোধ হলো– সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব, সততা ও নিষ্ঠা, সর্বজনীনতা এবং কার্যকারিতা। ব্র্যাক'র সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

১. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়িত করা;
২. গ্রামীণ মহিলাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা;
৩. বড় মাপের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা;
৪. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি এবং সম্পদ অর্জন প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
৫. দরিদ্রদের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নযোগ্য করে তুলতে প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান।

৭.২.২ ব্র্যাক'র কার্যক্রম

ব্র্যাক মনে করে দারিদ্র্য একটি অভিশাপ এবং এর কারণগুলো একটি আরেকটির সাথে যুক্ত। বিভিন্ন দিক থেকে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্যকে মোকাবিলা করা জরুরি। সেজন্য ব্র্যাক'র কার্যক্রমকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রম, কল্যাণ ও প্রত্যাবর্তনমূলক কার্যক্রম; ক্ষমতায়ন কার্যক্রম; সেবা বিস্তৃতমূলক কার্যক্রম ও সমর্থনমূলক কার্যক্রম। নিচে কার্যক্রমগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

৭.২.২.১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রম

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের আওতায় ব্র্যাক নিম্নোক্ত কর্মসূচি পরিচালনা করে–

ক. অতিদরিদ্র কর্মসূচি

ব্র্যাক'র অতিদরিদ্র কর্মসূচি নামে একটি বিশেষ কর্মসূচি আছে। অর্থনৈতিক পিরামিডের ভিত্তিস্তরে বাস করে যারা, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষুদঋণ ও মুলস্রোতের অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় আসতে সক্ষম হয় না। এজন্য ২০০২ সাল থেকে ব্র্যাক এই জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধাপ অতিক্রমে সহায়তায় সম্পদ হস্তান্তর, কর্মদক্ষতার উন্নয়ন এবং বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার মতো নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। গবেষণায় দেখা গেছে এ কর্মসূচির ৯৫ শতাংশ সদস্য অতিদরিদ্র্যের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

খ. কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য ঘাটতির ফলে বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা এবং খাদ্য নিরাপত্তার উপর জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে ব্র্যাক কৃষিখাতে তার কর্মপ্রয়াসকে জোরদার করে তুলেছে। আটটি দেশে পরিচালিত এই কর্মসূচিতে নতুন কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভব, আর্থিক সেবা এবং উৎপাদন ও বিপনন পদ্ধতিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির লক্ষ্য দ্বিবিধ। প্রথমত: দরিদ্র কৃষকদের বসতাবাড়িভিত্তিক প্রান্তিক কৃষি কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা প্রদান করে বহুবিধ দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্যোগে সহায়তা করা। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে স্বল্প পরিসরে দল ও সবজির চাষ এবং হাঁস মুরগি ও গবাদি পশু পালন। দ্বিতীয়ত: গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম।

গ. সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি

ব্র্যাক ২০১১ সালে কৌশলগত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সর্বাধিক প্রান্তিক ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আইডিপি) অর্থাৎ সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করেছে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় যথা হাওর ও চরাঞ্চলে বসবাসকারী এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী যারা উন্নয়নের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাদের দারিদ্র্য ও বিপন্নতা থাকলে আইডিপি কাজ করছে। ব্র্যাকের মৌলিক সেবা, উন্নত জীবিকার সুযোগ, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও ক্ষমতায়ন, গবেষণা, জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে একীভূত ও সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আইডিপি কাজ করে।

ঘ. মাইক্রোফাইনান্স বা ক্ষুদ্রঋণ

সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রগোষ্ঠি মানুষ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অবসরপ্রাপ্ত বাছাইকৃত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান করে। বাংলাদেশে এই কর্মসূচির সদস্য সংখ্যা ৭.৭৮ মিলিয়ন এবং ৬৪ টি জেলায় বকেয়ার পরিমাণ ৬৯৩.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ব্র্যাক বার্ষিক রিপোর্ট,২০১৬)। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন, পণ্যের বাজার দর নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক সেবা তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে বাজারের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন এর অন্যতম লক্ষ্য। উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ সর্বমোট ৯ টি দেশে এ কর্মসূচি চালু আছে।

ঙ. ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট

ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচিকে টেকসই করা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদন ও উৎপাদন পরবর্তী বিপণন কাজে সহায়তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন এবং বাণিজ্যিক উদ্যোক্তার লভ্যাংশ ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানান্তর করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট। আড়ং ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ অন্যতম উদাহরণ। ব্র্যাক ডেইরি, ব্র্যাক

কিচেন, ব্র্যাক ফিশারিজ, ব্র্যাক পোলট্রি ইত্যাদিও অন্যতম উদাহরণ। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যে মুনাফা হয় তার ৫০ শতাংশ উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাকী ৫০ শতাংশ পুনর্বিনিয়োগ হয়।

৭.২.২.২. কল্যাণ ও প্রত্যাবর্তনমূলক কার্যক্রম

ব্র্যাক কল্যাণ ও প্রত্যাবর্তনমূলক কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে:

ক. **দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাক'র প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার পূবার্ভাস প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে যোগসূত্রবিষয় জ্ঞান প্রদান করে দুর্যোগ মোকাবিলা ও ঝুঁকিহ্রাসকল্পে এলাকার জনগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করে তোলা।

খ. **স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম:** ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতিরোধমূলক, প্রচারমূলক, প্রতিকারমূলক ও পুনর্বাসন সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবিকার মাধ্যমে সাশ্রয়ী জরুরী স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছে। এছাড়া গর্ভবতী মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিশিক্ষা, ছোঁয়াছে রোগ প্রতিরোধ ও সাধারণ জীবনমান উন্নয়নে এ কার্যক্রম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

গ. **ওয়াটার, স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন কার্যক্রম:** ব্রাকের এ কর্মসূচি ২৪৮ টি উপজেলায় গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের নিকট টেকসই ও সমন্বিত ওয়াটার স্যানিটেশন ও হাইজিনসেবা পৌঁছে দিচ্ছে। এ কর্মসূচির পাঁচটি ক্ষেত্র হলো পানি (পানির পুরানো উৎসের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং অগ্রসর প্রযুক্তির ব্যবহার), স্যানিটেশন স্বাস্থ্যসেবা (ল্যাট্রিন স্থাপন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিকাশ এবং দরিদ্র জনগণের জন্য ভূতর্কি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা), হাইজিন (স্বাস্থ্য বিষয়ে আচরণগত পরিবর্তনে সহায়তা) স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা, এবং সরকারি-বেসরকারি অংশদারিত্ব। এ কর্মসূচির আওতায় ১৫০ টি উপজেলায় ৩৮.৮ মিলিয়ন লোকের হাইজিন শিক্ষা, ২৫.৬ মিলিয়ন লোকের জন্য স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং ১৮ মিলিয়ন লোকের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেছে।

৭.২.২.৩ ক্ষমতায়ন কার্যক্রম: ব্রাকের ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত কার্যবলী সম্পন্ন হয়–

ক) জেন্ডার, জাস্টিস এ্যান্ড ডাইভারসিটি: জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ নারীদের মানবাধিকার, জেন্ডার ভূমিকা, সংগঠন ও সমাজে সচেতনতা তৈরি, জনগণের মধ্যে জেন্ডার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্র্যাকের এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সভার আয়োজন, কর্মসূচি পালন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীনেট তৈরি করা হয়।

খ) মানবাধিকার ও আইনি সহায়তা : দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে, ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা, আইনের শাসন সুসংগত করা ও বিরোধ নিস্পক্তি করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সাল থেকে ব্র্যাকের এ কর্মসূচি নানা বিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে গেছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৬১ টি জেলায় মোট ৫৭৩ টি আইনি সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য ব্র্যাক'র চারশত প্যানেল আইনজীবী রয়েছে।

৪। সেবা বিস্তৃতমূলক কার্যক্রম

এ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা, অভিবাসন, দক্ষতা উন্নয়ন ও শহর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসব কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো-

ক) শিক্ষা: ব্র্যাক বিশ্বের ছয়টি দেশে শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশ্বব্যাপী সাত লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। ব্র্যাক নতুন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উপকরণ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূরক হিসেবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসছে যাদের বেশিরভাগই অতিদরিদ্র সংঘাত, বঞ্চনা ও উচ্ছেদের শিকার।

খ) অভিবাসন: প্রতারিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য ব্র্যাকের আরেকটি পদক্ষেপ হলো অভিবাসন কার্যক্রম। এ কর্মসূচি অভিবাসন-পূর্ব, অভিবাসনকালীন এবং প্রত্যাবর্তন পরবর্তী এই তিনটি পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে কাজ করে এবং অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করে।

গ) দক্ষতা উন্নয়ন: দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ব্র্যাক তরুণদের প্রশিক্ষণ উদ্যোক্তা তৈরি এবং ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে কাজ করে। ব্র্যাক এ পর্যন্ত ৫ লাখ তরুণকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ৪ লাখ বেকার যুবকের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।

ঘ) **শহর উন্নয়ন :** ব্র্যাক শহর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। শহর গভার্নেন্স, শহরাঞ্চলে মৌলিক সেবা সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং নিম্ন আয়ের মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করে। এছাড়া কমিউনিটিভিত্তিক অগ্নিনির্বাপক প্রশিক্ষণ ও সচেতনায় ব্র্যাক কাজ করছে।

৭.২.২.৫ সমর্থনমূলক কর্মসূচি

ব্রাকের অনেকগুলো সমর্থনমূলক কর্মসূচি রয়েছে। যেমন– প্রশাসন, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এ্যাডভোকেসি, যোগাযোগ স্থাপন, প্রতিবন্ধি অন্তর্ভুক্তিকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিরাপত্তা প্রভৃতি সমর্থনমূলক কর্মসূচি রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। শোষণ ও বৈষম্যহীন এবং সবার জন্য সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ব্র্যাক মুলত পাঁচ ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে। সেগুলো হলো- ক. অথনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষামূলক, খ. কল্যাণ ও প্রত্যাবতর্ননমূলক কার্যক্রম, গ. ক্ষমতায়ন কার্যক্রম, ঘ. সেবা বিস্তৃতিমূলক কার্যক্রম ও ঙ. সমর্থনমূলক কার্যক্রম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

ক. ১৯৭৩ সালে
খ. ১৯৭২ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে
ঘ. ১৯৭৬ সালে

২। ব্র্যাকের অন্যতম ভিশন কী?

ক. মানুষের লিখনী শক্তির বিকাশ
খ. মানুষের মতামত প্রদানের মাধ্যমের বিকাশ
গ. মানুষের সম্ভাবনা বিকাশ
ঘ. মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিকাশ

পাঠ-৭.৩ ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন (Application of Social Work Methods in BRAC Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৩.১ ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৭.৩.১ ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন

সমাজকর্ম হলো একটি বহুমুখী সাহায্যেকারী পেশা যা ব্যক্তি দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সহযোগিতা করে যেন নিজেরা সক্ষমতা অর্জন করে নিজের সমস্যার সামধান করতে পারে। সমাজকর্ম জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধনির্ভর পেশা। যা কতগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে। সমাজকর্ম পদ্ধতিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। ব্র্যাক বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা হিসেবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ব্রাকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কীভাবে সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো স্বীকৃতিহীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিচে ব্র্যাক এর কাযক্রমে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর অনুশীলন আলোচনা করা হলো–

ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগঃ ব্রাকের কার্যক্রমগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্মের স্পষ্ট অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। ব্র্যাক গ্রামীণ দুঃস্থ ও প্রান্তিক মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়। পারিবারিক নির্যাতনের স্বীকার নারীকে ব্র্যাক তার আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আইনি সহায়তা ও কাউন্সিলিং সেবা দিয়ে থাকে যা ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক দৃষ্টান্ত। এছাড়া ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর মাধ্যমে ছাত্রহ গভবর্তী মা ও শিশুদের বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকে যা ব্যক্তি সামজকর্মের অনুশীলনের পর্যায়ে পড়ে। এছাড়াও অভিবাসন কর্মসূচির আওতায় অভিবাসন প্রত্যক্ষ ব্যক্তির ভিকটিমাইজেশন রোধে কাউন্সিলিং এবং প্রতারিত ব্যক্তিকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন করে থাকে। এসবের মাধ্যমে ব্র্যাক মূলত ব্যক্তির মনো-সামাজিক সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ ও তা দূরীভূতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা ব্যক্তি সমাজকর্মের অনুশীলনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খ. দল সমাজকর্মের প্রয়োগঃ ব্রাকের বিভিন্ন কার্যক্রমে দল সমাজকর্মের অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। অতিদরিদ্র কর্মসূচি, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন কার্যক্রমে দলের সমস্যার বিশ্লেষণ এবং দলীয় উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিকল্পিত দল গঠন, যুবকল্যাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দলীয় গতিশীলতা, দলীয় সম্পদ প্রভৃতি ব্র্যাকের কার্যক্রমের অন্যতম মৌলিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং বলা যায় ব্রাকের বিভিন্ন কার্যক্রমে দল সমাজকর্মের উপাদান, নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

গ. সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নঃ সাধারণত সমষ্টি সংগঠন তুলনামূলকভাবে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা বা শহরে সমাজব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় বা তুলনামূলক কম উন্নত এলাকায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির অনুশীলন করা হয়। ব্রাকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে এদুটি পদ্ধতির অনুশীলন লক্ষণীয়। ব্র্যাকের একটি বিশেষ কার্যক্রম হচ্ছে শহর উন্নয়ন, যেখানে শহর পরিকল্পনা, শহরের বাসিন্দাদের সেবাসমূহ সহজলভ্য ও জীবনমান অধিকার উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া হয়। সুতরাং ব্রাকের কার্যক্রমে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। অন্যদিকে গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, সেবার প্রতুলতা, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে ব্র্যাক সর্বদা সক্রিয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন করে স্বাবলম্বী করতে ব্র্যাক বিভিন্ন সমষ্টিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তাই বলা যায় ব্রাকের কার্যক্রমে যথার্থ উন্নয়নের অনুশীলন লক্ষ্যণীয়।

ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সহায়ক পদ্ধতির অনুশীলনঃ শুধু মৌলিক পদ্ধতি নয় ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির অনুশীলন দেখা যায়। যথা–

ক. সমাজকল্যাণ প্রশাসনঃ ব্র্যাক সমন্বিত সেবাদান ব্যবস্থার মাধ্যমে বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে সেগুলো বিশে- ষণ করলে সমাজকর্মের এ পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রাকের মানবাধিকার ও আইনি সহায়তা, ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কর্মসূচিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় কার্যকরভাবে সেবাদান করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে সমাজকল্যাণমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্র্যাক কার্যকর ভাবে সেবা প্রদান করে। তাই বলা যায় ব্রাকের কার্ক্রমে সমাজকল্যাণ প্রশাসন পদ্ধতির অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়।

খ. সামাজিক কার্যক্রম: ব্র্যাক লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আত্মসচেতনতা সৃষ্টি বঞ্চিত, দুঃস্থ, প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মসচেতনতা আত্মবিশ্বাস ও উন্নয়ন চেতনা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অপুষ্টি দূরীকরণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, কুঠির শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়।

গ. সমাজকর্ম গবেষণা: মানসম্মত নীতি প্রণয়ন, সমস্যা বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সেবার জন্য ব্র্যাক সুপরিচিত। এক্ষেত্রে কার্যকরী নীতি প্রণয়ন ও সমস্যা সমাধানের বাস্তবতা নির্ভর রূপকল্প নীতি বাস্তবায়নে সামাজিক গবেষণার অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়।

সারসংক্ষেপ

ব্র্যাক বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা হিসেবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আর সমাজকর্ম হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধনির্ভর পেশা। ব্র্যাকের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো স্বীকৃতিহীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ব্র্যাকের গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রমে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির অনুশীলন দেখা যায়?

ক. ব্যক্তি সমাজকর্ম খ. দল সমাজকর্ম

গ. সমষ্টি উন্নয়ন ঘ. সমষ্টি সংগঠন

২। দল সমাজকর্মের অনুশীলন ব্র্যাকের যে কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে–

i. পরিকল্পিত দলগঠন ii. দলীয় গতিশীলতা iii. সমষ্টি উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৪ গ্রামীণ ব্যাংক'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Activities of Grameen Bank)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৪.১ গ্রামীণ ব্যাংক'র উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৪.২ গ্রামীণ ব্যাংক'র কার্যক্রমের বর্ণনা দিতে পারবেন।

৭.৪.১ গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে জামানতবিহীন ঋণসুবিধা পৌঁছানো, মহাজনের অত্যাচার থেকে দরিদ্র মানুষদের রক্ষা, ভূমিহীন মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তোলা এবং দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস। গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে পল্লীর ভূমিহীন দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নীকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করার পূর্বে ড. মোহাম্মদ ইউনুস সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জেলায় জোবরা গ্রামের জামানতহীনভাবে কৃষকদের ঋণ প্রদান করেন। ঋণ প্রদান করার এ প্রায়োগিক প্রকল্পের সফলতাই গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ জোগায়। ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক নির্ধারিত কিছু জেলায় তার কার্যক্রম প্রসারিত করে। গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর মাধ্যমে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক স্বায়ত্বশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত এ ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০৮১ মিলিয়ন, যার ৯৭ শতাংশ নারী। গ্রামীণ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক তার ২৫৬৮ শাখার মাধ্যমে প্রায় ৮১.৩৯২টি গ্রামে ঋণসেবা পৌঁছে দিচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা, কর্মকাণ্ড এবং সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৬ সালে এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মোহাম্মদ ইউনুস এবং গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো হলো:

চিত্র ৭.৪.২ : গ্রামীণ ব্যাংক

১. দরিদ্র নারী-পুরুষদের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিত করা;
২. সুদখোর, মহাজনদের শোষণ ও বঞ্চনার বিলোপ সাধন;
৩. বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ তৈরি করা;
৪. অবহেলিত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদেরকে এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা, যা তাদের জন্য বোধগম্য হবে এবং তারা তা ব্যবস্থা করতে পারবে;
৫. মজুরভিত্তিক কর্মসংস্থানের সঙ্গে পার্শ্বজীবকিার সুযোগ সৃষ্টি করা;
৬. কম আয়, কম সঞ্চয় এবং কম বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্যের যে অতিপুরাতন দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলা;
৭. উৎপাদনশীল ও সঞ্চয়মূলক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা; এবং
৮. বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও আর্থিক উৎপার্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দৃষ্টান্ত দূরীভূত করা।

৭.৪.২ গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম

গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীতে পারস্পরিক আস্থা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতার উপর ভিত্তি করে জামানত ছাড়া ঋণদানের নতুন ব্যাংকিং ব্যবস্থা এগিয়ে নিয়ে চলছে। গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জামানতবিহীন ঋণদান করে। যেসব অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের কারণে ব্যাংকিং সেবার বাইরে ছিলো গ্রামীণ ব্যাংক যেসব অতিদরিদ্র মানুষকে দরিদ্রতাকে দূরীকরণে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসে। গ্রামীণ ব্যাংকের জামানতবিহীন সাশ্রয়ী ঋণের কারণে অনেক দরিদ্রব্যক্তির আর্থ-সাামজিক

উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে বলে কিছু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক সারা বাংলাদেশের প্রায় ৯৭ শতাংশ গ্রামে তাদের কার্যক্রমে পরিচালনা করছে। গ্রামীণ ব্যাংক মূলত ক্ষুদ্রঋণদানকেন্দ্রিক একটি ব্যাংক। এর কার্যক্রম আলোচনা করা হলো:

১। ক্ষুদ্রঋণ

গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কার্যক্রম হলো ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা। দুঃস্থ, দরিদ্র, ভূমিহীন মানুষকে জামানতহীন ঋণদান করাই গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কার্যক্রম। গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন পরিমাণ ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক ১০৮০.৯৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করেছে এবং ব্যাংকের সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০৫.৭৯ বিলিয়ন টাকা। গ্রামীণ ব্যাংক সাধারণত চারটি শ্রেণিতে ঋণ প্রদান করে থাকে সেগুলো হচ্ছে:

ক) আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ প্রদান

গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মৎস্য চাষ, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, সার-বীজ ক্রয়, হাঁস-মুরগী পালন, শাকসবজি চাষ, গরুছাগল পালন, নার্সারি ইত্যাদি প্রকল্পের জন্য ঋণদান করে থাকে। এ ঋণদান প্রদান করা হয় বাৎসরিক ২০ শতাংশ হার সুদে। আয়বর্ধনমূলক ঋণদান কার্যক্রমের আওতায় তারা মাইকো এন্টারপ্রাইজ লোন দিয়ে থাকে। এ ঋণ প্রদানের নির্ধারিত কোনো পরিমাণ থাকে না। এখন পর্যন্ত ৬,২১০,৫৭৪ জন সদস্য এই মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ গ্রহণ করেছে। এ যাবৎ ২০৯.৪৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। মাছ চাষ, পোল্ট্রি খামার সবজির দোকান, ফার্মেসী, ডেইরি, অটোরিকসা, পাথর ব্যবসা প্রভৃতি উদ্যোগ ঋণ দেয়া হয়েছে।

খ) গৃহঋণ

বাসস্থান, খাদ্য ও বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। বাসস্থানের গুরুত্ব অনুভব করে গ্রামীণ ব্যাংক অতি দরিদ্রদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করে ১৯৯৪ সালে। 'দরিদ্রদের জন্য বাসস্থান' এই স্লোগানে কর্মসূচিটি চালু হয়েছে। সাধারণত টিনের চালা বাড়ি নির্মাণে ২৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়, যার সুদের পরিমান ৮ শতাংশ। ২০১৪ সালে ১২.৪০ মিলিয়ন টাকা ঋন প্রদান করা হয়েছে ১,৩৯১ টি গৃহ নির্মাণে।

গ) উচ্চশিক্ষাবৃত্তি

শিক্ষা মুনষের মৌলিক মানবাধিকার। বাংলাদেশে অনেক শিশুই দারিদ্র্যের কারণে ঝরে পড়ে। অনেকেই প্রাথামিক ও মাধ্যমিক পর্যায় শেষ করলেও অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারে না। এজন্য গ্রামীণ ব্যাংক মেডিসিন, প্রকৌশল, কৃষি এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষাবৃত্তি শিক্ষাকালীনসময়ে গ্রহণ করলে তা বিনা সুদে দেওয়া হয় যার মেয়াদ ৩-৫ বছরের বেশি নয়। নির্দিষ্ট সময়ের বেশি হলে ৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ নেয়া হয়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৫৩,১৭৬ জন সদস্যের সন্তানের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) সংগ্রামরত সদস্যদের ঋণদান

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সবসময়ই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতার বাইরে থেকে যায়। ২০১২ সাল থেকে গ্রামীণ ব্যাংক ভিক্ষাবৃত্তি দূরীভূতকরণ এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সংগ্রামরত সদস্যদের ঋণদান কর্মসূচি চালু করে। ১০৯০০০ জন্য ভিক্ষুক এখন পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশি টাকায় ১৭৩.৬৮ মিলিয়ন অর্থ ভিক্ষকদের ঋণদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৮৪ শতাংশ ঋণ গ্রহীতা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৯,০২৯ জন ভিক্ষুক এখন গ্রামীণ ব্যাংকের নিয়মিত ঋণগ্রহণকারী সদস্য।

২। পল্লীফোন কর্মসূচি

গ্রামীণ ব্যাংকের অত্যন্ত কার্যক্রম একটি কর্মসূচি হলো পল্লীফোন কর্মসূচি। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ বিস্তারের সাথে মানুষের বহুবিধ ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে নারীদের পল্লীফোন ক্রয় করার যাবতীয় অর্থ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ ১.৪৩ মিলিয়ন গ্রাম ফোন ক্রয় বাবদ ২.১৭ বিলিয়ন টাকা গ্রামীণ মহিলাদের ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৩। গ্রামীণ ব্যাংক বৃত্তি

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক বৃত্তি চালু হয়েছে ১৯৯৯ সাল থেকে। নারীদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে ৫০% শতাংশ বৃত্তি নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৩৯৯.২৯ মিলিয়ন টাকা ২৪১,৩৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক অত্যন্ত কার্যকরভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সুদখোর ও মহাজনদের শোষণ দূরীভূত করা। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গা, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে এসে জীবনমানের উন্নয়ন সাধন। এ লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, উচ্চশিক্ষাবৃত্তি, গৃহঋণ কর্মসূচি, গ্রামফোন কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ব্যাংক বৃত্তি কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। গ্রামীণ ব্যাংক এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) ড. মোহাম্মদ ইউনুস
খ) ড. দরস উদ্দিন
গ) ড. ইব্রাহীম খলিল
ঘ) ড. কাজী এনাম

২। গ্রামীণ ব্যাংক কোন শ্রেণির শোষণের বিলোপ সাধনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

ক) ব্যবসায়িক
খ) মজুদার
গ) সুদখোর ও মহাজন
ঘ) দালাল

পাঠ-৭.৫ গ্রামীণ ব্যাংক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in Grameen Bank Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৫.১ গ্রামীণ ব্যাংক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৫.১ গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সুনির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির সাথে সহায়ক পদ্ধতির প্রয়োগ গ্রামীণ ব্যাংক'র বিভিন্ন কার্যক্রমে লক্ষণীয়। গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক, মডেল ব্যাংক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্মসচেতনাবোধ সম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক কার্যকর ভাবে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ বঞ্চিত, নির্যাতিত, ভূমিহীন, দরিদ্র, বৈষম্যপীড়িত নারীদের উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে এবং প্রয়োজনীয় জীবনমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এসব কর্মকাণ্ডে যেমন মা ও শিশুকল্যাণ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি থাকে তেমনি পরিবারকল্যাণ ও শ্রমকল্যাণের নিশ্চয়তা থাকে যা সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির অন্যতম ব্যক্তি সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটে।

গ্রামীণ ব্যাংকে আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ প্রদান করে আসছে। গ্রামীণ ব্যাংক'র আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের লক্ষ্য হলো বিভিন্ন সমবায় কর্মকাণ্ড ও দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ৯৭ শতাংশ হলো গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীন নারী, যারা অঞ্চলভিত্তিক নিজেরা দল গঠন করে, দলের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং এর মাধ্যমে দলীয় গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ঋণ গ্রহণকারী এসব নারী সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে মতামত তুলে ধরতে পারেন। সুতরাং দল তৈরি করা, দলীয় পারস্পরিক তথ্য বিনিময়, মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়।

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পল্লী উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় মতামত প্রদান ও অংশগ্রহণের উপর। লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ করা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি করা, স্বীয় প্রতিভার বিকাশ, আত্মসচেতনা বোধ জাগ্রতকরণে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান উপায় হলো সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ। গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে উন্নতমানের কৃষিজাত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বীজ সরবরাহ, সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, কৃষি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দান, মূলধন সরবরাহ এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

ভূমিহীন দরিদ্র নারীদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আনয়ন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে। সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে দল গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণে গ্রামীণ ব্যাংকে সমাজ কর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণ সংগ্রহকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রদান কোন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য?

(ক) দল সমাজকর্ম (খ) ব্যক্তি সমাজকর্ম

(গ) সমাজ উন্নয়ন (ঘ) সমাজকর্ম প্রশাসন

২। গ্রামীণ ব্যাংকের কোন কর্মসূচিতে ব্যক্তির সমাজকর্মের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়?

(ক) ক্ষুদ্রঋণে কর্মসূচিতে (খ) পরিবার ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচি

(গ) মৎসচাষ কর্মসূচিতে (ঘ) কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচিতে

পাঠ-৭.৬ বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Activities of Bangladesh Association for the Aged)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৬.১ প্রবীণণহিতৈষী সংঘ'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।

৭.৬.২ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ'র কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৬.১ প্রবীণহিতৈষী সংঘ'র উদ্দেশ্য

প্রবীণদের কল্যাণে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে প্রবীনহিতৈষী সংঘ তার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম। ১৯৬০ সাল হতে দেশের এ প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ প্রবীণকল্যাণ সংঘটি সকল শ্রেণির প্রবীণদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সেবাদানের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য প্রজন্মকে বার্ধক্য বিষয়ে সংবেদনশীল ও তাৎপর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রবীণহিতৈষী সংঘ ১৯৬১ সালের সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। ঢাকার কেন্দ্রীয় অফিস ছাড়াও ৫৫ টি জেলা শাখা নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রবীনদের স্বল্প ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদান, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, প্রচার, প্রকাশনা ও পুনর্বাসন; চিত্তবিনোদন; ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাচ্ছে। সাধারণত শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মাপকাঠিতে জীবনচক্রের সবশেষ অবস্থাকে বার্ধক্য বলা হয়। জাতিসংঘের সাধারণ মাপকাঠি অনুযায়ী এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসরত ৬০ বছর বা তদ্বর্ধর বয়সি ব্যক্তি সাধারণকে প্রবীণ শ্রেণিভুক্ত করা হয়। পরিসংখ্যানুসারে ধারণা করা হয়, ১৯৯৫ সাল হতে ২০২৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। এসময়ে ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যা বেড়ে ছয়গুণ এবং ৮০ বছরের বেশি প্রবীণদের সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘ নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে–

১. প্রবীণ বয়সে সবার জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও চিন্তাভাবনাহীন শান্তিপূর্ণ আনন্দময় জীবনযাপনের দিকে নিদের্শনা দেয়া;

২. বার্ধক্যজনিত ব্যাধিসমূহের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সমস্যার অনুসন্ধানে গবেষণা পরিচালনা;

৩. সক্ষম প্রবীণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

৪. বার্ধক্যে আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক ও অন্যান্য সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও তথ্য বিস্ড়ার এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করা; এবং

৫. প্রবীনরা তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগায় দেশ ও সমাজের কল্যাণে আবদান রাখতে পারেন সেজন্য তাদের কল্যাণ সাধন করা।

৭.৬.২ প্রবীনহিতৈষী সংঘ'র কার্যক্রম

বিশিষ্ট সমাজসেবী ড. এ কে এম আব্দুল ওয়াহেদ ১৯৬০ সালে তার ধানমণ্ডির নিজস্ব বাসভবনে পূর্ব পাকিস্ড়ান প্রবীণ সোসাইটি নামে যে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চালু করে ছিলেন তাই আজকের প্রবীণহিতেষী সংঘ। বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘ মহৎ উদ্দেশ্যবলী অর্জনে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে:

ক. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম : অত্যন্ত কম খরচে প্রবীণ ও অন্যান্য বয়সি রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রবীণহিতৈষী সংঘ একটি অত্যাধুনিক ও বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে প্রতিষ্ঠানটির সদরদপ্তর ঢাকার আগারগাঁওয়ের প্রধান ভবনে। শুক্রবার ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহে ছয়দিন সকাল ৮.০০ হতে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধসহ প্রবীণদের স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। মেডিসিন, হৃদরোগ, চক্ষু, গাইনি, ফিজিওথেরাপী, মনোরোগ, চর্ম ও যৌন, রেডিওলজি ইত্যাদি বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয় চিকিৎসা কার্যক্রম। হাসপাতালে ৩০ শতাংশ দরিদ্র প্রবীণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। গরীব ও অসহায় রোগীদের ঔষধ ও বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা এবং ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয়। ২০০৭ সাল থেকে প্রবীণ হাসপাতালে বৈকালিক শিফটের জন্য মেডিসিন.

সার্জারী, গাইনী, চর্মরোগ বিভাগ খোলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হাসপাতাল কার্যক্রম নিয়মিত চলছে, যেখানে মাত্র ১০০ টাকা দৈনিক ফি দিয়ে সাধারণ বেডে এবং ৩০০ টাকা ফি দিয়ে কেবিনে রোগীরা থাকতে পারেন।

খ. সামাজিক সচেতনামূলক কার্যক্রম: বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘ শুধুমাত্র প্রবীণদের বিভিন্ন কার্যকরী সেবা প্রদান করে তাই নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বার্ধক্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সদাতৎপর। তাই বার্ধক্য, বার্ধক্যকালীন নিরাপত্তা জটিলতা, মা বাবার অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া যৌতুকপ্রথা ও বাল্যবিবাহ নিরোধসহ সামাজিক সচেতনমূলক শীর্ষক সেমিনার ও প্রচারের আয়োজন করে। পাশাপাশি শাখাগুলি সংশি- ষ্ট জেলায় যৌতুকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

গ. প্রবীণ নিবাস: বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শহরের ও গ্রামীণ প্রবীণদের সমস্যার প্রকৃতি ভিন্নরকম। একাকীত্ব ও পরিবারের সদস্যদের বিচ্ছিন্নতা ও তাদের উর্পাজনক্ষম প্রবীণদের জন্য সাময়িক বসবাসের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১টি আছে। প্রবীণ নিবাসগুলোতে প্রবীণদের জন্য সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা, লাইব্রেরি, নামাজ ঘর এবং ইনডোর গেমস এর ব্যবস্থা আছে।

ঘ. প্রবীণবর্ষ ও প্রবীনদিবস উদ্‌যাপন: প্রবীনহিতৈষী সংঘ প্রতিবছর আন্তজার্তিক প্রবীণ দিবস নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পালন করে থাকে। প্রতিবছর ১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণদিবসে সংঘ দিনব্যাপী নানা আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবেও বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। এ দিবসের গুরুত্ব ধরে আলোচনা সভা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, সমাবেশ এবং র‌্যালীর আয়োজন করে থাকে।

ঙ. প্রবীণসেবা পুরস্কার: পারিবারিক পর্যায়ে প্রবীণদের পরিচর্যাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রবীণহিতৈষী সংঘ মমতাময় ও মমতাময়ী পুরুস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য হলে সেবাদানকারীদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা, কেন্দ্রীয় অফিস ছাড়াও জেলা শাখাগুলো হতে এ পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

চ. আর্ন্তজাতিক কার্যক্রম : প্রবীণদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠনের অধিভুক্ত হওয়া এবং সংঘের স্বার্থের উন্নয়ন ঘটবে এমন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাতে নিবিড়ভাবে কাজ করে প্রবীনহিতৈষী সংঘ। প্রবীণহিতৈষী সংঘ International Federation of Ageing এর পূর্ণাঙ্গ সদস্য। International Association of Gerontology, Help Age International ও অনুরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংঘের যোগাযোগ রয়েছে।

ছ. চিত্তবিনোদন: পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রবীণরা অনেক সময় একাকীত্বে ভোগে এবং আনন্দহীন জীবনযাপন করেন। প্রবীণদের নির্মল আনন্দ দান ও একাকীত্ব, একঘেয়েমী দূর করবার জন্য সংঘের আয়োজনে প্রবীণদের জন্য বার্ষিক বনভোজন ছাড়াও মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপানর মাধ্যমে পালন করা হয়। সকল জেলা শাখাতেও অনুরূপ কর্মসূচির ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় আনন্দমুলক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জ. পাঠাগার ও প্রকাশনা : প্রবীণহিতৈষী সংঘের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে একটি পাঠাগার চালু আছে। এখানে ধর্মীয় বই, মনীষীদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, কম্পিউটার বিজ্ঞান, বিখ্যাত লেখকের রচনাবলীসহ বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকা রয়েছে। প্রবীণহিতৈষী সংঘের নিজস্ব মুখপাত্র হলো, প্রবীন হিতৈষী সংঘের নিজস্ব মুখপাত্র হলো 'প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা', এ ষান্মাসিক পত্রিকায় প্রবীণদের অবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম, প্রবীন বিষয়ক আলোচনা, প্রবীণ বিষয়ক গবেষণা ইত্যাদি স্থান পায়।

সারসংক্ষেপ

প্রবীণরা যাতে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে চিন্তাভাবনাহীন শান্তিপূর্ণ, সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারেন এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রবীণহিতৈষী সংঘের প্রতিষ্ঠা। প্রবীণদের কল্যাণে সংঘ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে তার মধ্যে উলে- খযোগ্য হলো চিকিৎসাসেবা, বিনোদনমূলকসেবা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রবীণদিবস উদ্‌যাপন এবং প্রবীণ পুরস্কার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। প্রবীণহিতৈষী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

ক) ১৯৬০ সালে
খ) ১৯৬৫ সালে
গ) ১৯৭৫ সাল
ঘ) ১৯৮০ সালে

২। বিশ্বব্যাপী প্রবীণদিবস পালিত হয় কত তারিখে?

ক) ০১লা নভেম্বর
খ) ০১লা অক্টোবর
গ) ০১লা সেপ্টেম্বর
ঘ) ০১লা ডিসেম্বর

৩। প্রবীণহিতৈষী সংঘ কোন দুটি পুরস্কার প্রদান করে থাকে?

ক) সাহসী ও সাহসিনী
খ) কল্যাণ ও কল্যাণী
গ) মমতাময় ও মমতাময়ী
ঘ) কন্যা ও জননী

পাঠ-৭.৭ বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Bangladesh Association for the Aged Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৭.১ বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৭.১ বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

সামাজিক পরিবর্তন, নগরায়ণ, পাশ্চাত্যকরণ ও পারিবারিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের কারণে প্রবীণরা আজ অনেকটা অবহেলিত, উপেক্ষিত, বিচ্ছিন্ন ও অসহায়। প্রবীণদের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিগত ছয় দশক ধরে প্রবীণহিতৈষী সংঘ অত্যন্ত কার্যকরভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবীণহিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সহায়তা করা যাতে নিজেরা নিজেদের সমস্যা সমাধান এবং যথাযথভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রবীণহিতৈষী সংঘের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো প্রবীণ ব্যক্তির সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা।

প্রবীণহিতৈষী সংঘ প্রবীণদের কল্যাণে চিকিৎসা সেবা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, বিনোদনের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সেবাকর্ম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই সংঘ প্রবীণদের আত্মমর্যাদা, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও উন্নয়নে সদা তৎপর। এক্ষেত্রে এই সংঘ অসুস্থ প্রবীণদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করে, সক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, এক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতি ও কৌশল প্রয়োগ লক্ষণীয়। প্রবীণহিতৈষী সংঘ প্রবীণদের কল্যাণের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা ও প্রবীণদের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন রকমের সভা, সেমিনার ও অন্যান্য কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসব সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রবীণদের চিত্তবিনোদনের জন্য দলভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সংঘের পক্ষ থেকে ইনডোর গেমসের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে রয়েছে উন্নত পরিবেশ। যা প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার পাশাপাশি উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস জোগায়। এক্ষেত্রেও সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ রয়েছে।

স্বেচ্ছামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, গরিব অসহায় মানুষের বাসস্থান, চিকিৎসা ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সমষ্টির অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালনে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি উপযোগী। প্রবীনদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণে পাঠাগারে স্থাপন, যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

সারসংক্ষেপ

প্রবীণহিতেষী সংঘ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রবীণদের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন– চিকিৎসা সেবা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, প্রবীণ নিবাস, চিত্তবিনোদন, পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচিতে সমাজকর্মের ব্যক্তি, দল এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সমষ্টির অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালনে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি উপযোগী?
- ক) সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি
- খ) ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি
- গ) দল সমাজকর্ম পদ্ধতি
- ঘ) সমাজকর্ম প্রশাসন

২। প্রবীণহিতৈষী সংঘের নিম্নের কোন কর্মসূচিতে ব্যক্তি সামজকর্মে পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়?
- ক) সক্ষম প্রবীণদের কর্মসংস্থানে
- খ) আন্তর্জাতিক কল্যাণে
- গ) প্রবীণ পুরস্কার কার্যক্রমে
- ঘ) প্রকাশনা কার্যক্রমে

পাঠ-৭.৮ ইউসেপ বাংলাদেশ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Activities of UCEP, Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৮.১ ইউসেপ বাংলাদেশ'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।

৭.৮.১ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৮.১ ইউসেপ বাংলাদেশ'র উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে থাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের মৌলিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ডের মানবপ্রেমিক লিনডসে অ্যালন চেনি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন UCEP বা Under Privleged children's Educational Program। শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে ইউসেপ। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ে দুর্দশাগ্রস্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় এলাকার মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিউজিল্যান্ড থেকে লিন্ডসে অ্যালেন শেইন নামে একজন সেবাকর্মী ব্রিটিশ ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এদেশে আসেন। ত্রাণ কর্মতৎপরতার পাশাপাশি তিনি বঞ্চিত, গ্রহহীন, দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরকে সহযোগিতা করেন। পরিকল্পনাটি তৈরি হলে তিনি তা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংস্থানের সন্ধানে নেমে পড়েন। ডেনমার্ক সরকার তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আর্থিক সহায়তাসহ একটি তিনবছর মেয়াদি প্রকল্প অনুমোদন করে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে প্রকল্পের কার্যালয়ের জন্য বাড়ি বরাদ্দ দেয়। উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে ইউসেপ নামের এনজিও প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকল্যাণ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর অধীনে ১৯৮৮ সালে ইউসেপ একটি জাতীয় এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা, প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরী দক্ষতা অর্জন ও কাজের সুযোগ তৈরি করা এর অন্যতম কাজ। ইউসেপের অধীনে ৫৩ টি স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা দেয়া হয় শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের মাত্র ৩.৫ বছরে। ইউসেপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউটের আওতায় চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা করার সুযোগ আছে। বর্তমানে ইউসেপে ১২৭৭ জন চাকুরিজীবী (যাদের ৩২ শতাংশ নারী)। ইউসেপের বর্তমানে ৬৪ টি স্কুলের মধ্যে ১০ টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান,৪৪টা সাধারণ স্কুল। ইউসেপের এসকল প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউসেপ বাংলাদেশ'র ভিশন হলো– সমাজে এমন একটা সুন্দর পরিবেশ ও পরিচালনা কাঠামো গড়ে তোলা যেখানে প্রত্যেক শিশু তাদের সম্ভাবনার বিকাশ এবং কোনোরকম বৈষম্য ছাড়া অনুকূল পরিবেশে নিজেদের তৈরি করতে পারবে।

চিত্র ৭.৮.১ : ইউসেপ

ইউসেপ বাংলাদেশ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

ক. বাংলাদেশের শহরে এবং শহরের কাছকাছি এলাকায় কর্মরত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা, সচেতনতা, এ্যাডভোকেসি এবং দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন করা;

খ. দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

গ. বর্ধিত সক্ষমতা এবং মর্যাদার মাধ্যমে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা;

ঘ. শহুরে দরিদ্রদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা;

ঙ. শহুরে দরিদ্রদের অধিকার আদায়ে সক্ষম করে তোলা;

চ. মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহের নেতৃত্ব প্রদান করা; এবং

ছ. বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৭.৮.২ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রম

ইউসেপ বাংলাদেশ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ১৯৭২ সাল থেকে সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, বস্তিবাসী, শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ তথা উপার্জনের জন্য দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী ইউসেপ বাংলাদেশ ১০ টি জেলায় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে ৬৩ টি স্কুল রয়েছে (৫৩ টি সাধারণ, ১০ টি টেকনিক্যাল) এসব স্কুলে ৫৫,০০০ এর বেশি ছেলেমেয়েকে প্রতিবছর শিক্ষা লাভ করতে সহায়তা করা হয়। ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমগুলো চারটি ভাগে নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

১। শিক্ষা কার্যক্রম: ইউসেপ এর সবচেয়ে বড় কার্যক্রম হলো শিক্ষা কার্যক্রম। অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম দু'ভাবে পরিচালিত হয় যা নিম্নরূপ:

ক. সমন্বিত সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা: সমন্বিত সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার কর্মসূচির আওতায় ইউসেপ বিনামূল্যে অবহেলিত শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইউসেপের অধীনে পরিচালিত ৪৪ টি সাধারণ স্কুলে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ ইউসেপ স্কুলগুলো জাতীয় শিক্ষাদানের সিলেবাস অনুসরণ করে তবে তা দ্রততম ও সহজ উপায়ে শিক্ষা দান করা হয়। ২০১৪ সালে এ কার্যক্রমের আওতায় ৪৩,৭১৮ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে যার মধ্যে ৪৯ শতাংশ ছাত্রী। সমন্বিত সাধারণ ও কারিগরি কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশু বাছাই প্রক্রিয়া মানসম্মত করা, একাডেমিক পরিকল্পনা, স্কুল মনিটরিং, সুন্দর ক্লাসরুম, সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষদের দক্ষতা বৃদ্ধি। এ কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারী শিক্ষার জন্য সচেতনতা তৈরি করা। কন্যা সন্তানের মা-বাবা যেন তার সন্তানকে স্কুলে পাঠায় এ সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরির ক্যাম্পেইন চলছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ১০ হাজারের বেশী শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৯১.৮৮ শতাংশ কৃতকার্য হয়েছে। সাধারন স্কুলের ক্লাসগুলো প্রতিদিন ৩ শিফটে পরিচালিত হয় এবং প্রতিটি শিফটের জন্য ৩ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ থাকে। শিফট এ ক্লাস পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য হলো যতবেশী শ্রমজীবী শিশুদের সম্পৃক্তা করা যায়।

খ. কারিগরি শিক্ষা: ইউসেপ বাংলাদেশ অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য স্বল্পমেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ আনুষ্ঠানিক এবং ডিপ্লোমা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। স্বল্পমেয়াদি কারিগরী শিক্ষার আওতায় ইউসেপ ৩-১২ মাসের কোর্স পরিচালনা করে থাকে। আনুষ্ঠানিক কারিগরি শিক্ষা দেয়া হয় এস.এস.সি. পর্যন্ত। শুরু হয় ৮ম শ্রেণিতে শেষ হয় এস.এস.সিতে। এছাড়াও ইউসেপ ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইউসেপের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ৩ টি টেকনিক্যাল স্কুল রয়েছে ঢাকা, খুলনা এবং চট্টগ্রামে। মোট ২৯ টি ট্রেড এ শিক্ষা দেয়া হয়। যারা এসব ট্রেড এ ভালো করে তাদের এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। অটোমেকানিক, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন, ইলেকট্রনিক্স, টেক্সটাইল, গার্মেন্টস, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইত্যাদি ট্রেডগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখন পর্যন্ত ৮ হাজার ছাত্র (এর মধ্যে ৬২৪ জন্য কারিগরি বিভাগ থেকে এস.এস.সি পাশ করেছে) কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করেছে যেখানে ছেলে মেয়ের অনুপাত হলো ৬২:৩৮। গবেষণায় দেখা গেছে ইউসেপ থেকে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর ৩৮ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক উর্পাজনে নিয়োজিত।

২. দক্ষতা প্রশিক্ষণ: টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে ৩০ টি ট্রেডভিত্তিক এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে অনেকগুলোতে সিবিটিএ (কম্পিটেন্সি বেইস ট্রেইনিং এ্যাসেসমেন্ট)। অর্থাৎ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ২০১৫ সালের এস.এস.সি. ভোকেশনাল বিভাগে শীর্ষ পাঁচ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জায়গা করে নেয় ইউসেপ পরিচালিত প্রশিক্ষণভিত্তিক এ কর্মসূচি। ২০১৪ সালে ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুল সরকারি এ্যাক্রিডেটশন পায়।

৩. এ্যাডভোকেসি: ২০০৭ সাল থেকে ইউসেপ বাংলাদেশ নারী ও শিশু অধিকার এ্যাডভোকেসি নামে কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যে হলো নারী ও শিশু অধিকার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। ইউসেপ বাংলাদেশ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহয়তায় এ কর্মসূচি পরিচালনা করে। ২০১৫ সালে এ কর্মসূচির লক্ষ্যগুলো ছিলো:

ক. মেয়েদের শিক্ষায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার কার্যক্রমকে আরো বেশি গতিশীল করা;

খ. অন্যান্য স্কুলের সাথে পার্টনারসিপ গড়ে তোলা যাতে অধিকসংখ্যক শিশু বিশেষ করে মেয়েশিশু টেকনিক্যাল স্কুল গুলোতে আসে; এবং

গ. শিশুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবার, কমিউনিটি, কর্মজীবী এবং অন্যান্য সংস্থার আর্থিক/কারিগরি/কৌশলগত সমর্থন ও সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৪. কর্মসংস্থান সহায়তা সেবা: ইউসেপ বাংলাদেশ'র অন্যতম উদ্দেশ্য হলো যেসব সুবিধাবঞ্চিত ছেলে মেয়ে ইউসেপ পরিচালিত স্কুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সহায়তা করা শুধুমাত্র চাকুরি খোঁজার ক্ষেত্রে নয়, কীভাবে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায় সে ব্যাপারে ইউসেপ সদাতৎপর। ২০১৪ সালে ৬ হাজার ইউসেপ গ্রাজুয়েট বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেয়েছে। ইউসেপ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকুরি পাওয়ার হার ৯০.৮ শতাংশ যাদের ৯৯ শতাংশ চাকুরি শুরু করে ৬,০০০/- টাকা মাসিক বেতনে।

সারসংক্ষেপ

অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ইউসেপ স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সমন্বিত সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা, কার্যকরী দক্ষতা প্রশিক্ষণ, নারী ও শিশু অধিকার অ্যাডভোকেসি এবং কর্মসংস্থান সহায়তা সেবা ইউসেপ এর মৌলিক কার্যাবলী। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউসেপ একটি বৈষম্যহীন শিশু ও তরুণদের অনুকূল পৃথিবী তৈরি করতে চায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ইউসেপ বাংলাদেশ'র মূল লক্ষ্য দল কারা?

ক) দরিদ্র জনগোষ্ঠী খ) কৃষক শ্রেণি

গ) সুবিধাবঞ্চিত শিশু ঘ) সুবিধাবঞ্চিত ব্যবসায়ী

২। ইউসেপের ৫৩ টি সাধারণ স্কুলে কোন শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়?

ক) ৪র্থ খ) ৫ম

গ) ৮ম ঘ) ১০ম

পাঠ-৭.৯ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in UCEP Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৯.১ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৯.১ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

জীবনমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইউসেপ বাংলাদেশ সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা ও টেকনিক্যাল শিক্ষার মাধ্যমে ইউসেপ বাংলাদেশ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উন্নয়নে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে সেসব কর্মকাণ্ডে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইউসেপ বাংলাদেশ দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুর জন্য শিক্ষাকার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ইউসেপ এর অধীনে পরিচালিত ৫৩ টি সাধারণ ও ১০টি টেকনিক্যাল স্কুলে এসব শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ইউসেপ এর স্কুলগুলোতে অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা কর্মজীবী এবং একই সাথে অসেচতন দরিদ্র পরবারের সন্তান। যার ফলে স্কুল কার্যক্রমে সংযুক্ত হতে তাদের মধ্যে যেমন অনীহা থাকে তেমনি স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হারও বেশি। এক্ষেত্রে ইউসেপ বাংলাদেশ এর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কাউন্সিলিং করানো হয়। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের সাথে কথা বলা হয়। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন জানার চেষ্টা করা হয়। এসকল কর্মকাণ্ড ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই বলা যায় ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ দৃশ্যমান।

ইউসেপ বাংলাদেশ নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। আমাদের দেশের নারীরা নানাভাবে বঞ্চনার শিকার। শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষত মেয়েশিশুরা দারুণভাবে বঞ্চিত। বাল্যবিবাহ ও নিরাপত্তার অভাবে অনেক সময় মেয়ে শিশুদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়। ইউসেপ বাংলাদেশ নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা ও কন্যাশিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে কমিউনিটির অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দলীয় চেতনা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে দলবদ্ধ হয়ে এ্যাডভকেসি করা হয়। এসব কর্মকাণ্ডে দল সমাজকর্মের তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

শুধুমাত্র ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্মের প্রয়োগ নয় বরং সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগও লক্ষণীয়। ইউসেপ বাংলাদেশ শ্রমজীবী ও অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের কর্মস্থানে সহায়তা করে থাকে। এক্ষেত্রে তারা সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে বলে প্রতীয়মান হয়। ইউসেপ বাংলাদেশ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শিশুশিক্ষা ও অধিকার রক্ষায় তৎপর। ইউসেপ বাংলাদেশ বিভিন্ন পেশাদারি ও নানা শ্রেণির মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। এসব থেকে স্পষ্ট যে ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

সারসংক্ষেপ

ইউসেপ বাংলাদেশ একটি বেসরকারি সমাজউন্নয়ন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের অবহেলিত, বঞ্চিত ও শ্রমজীবী শিশুদের জন্য যেসব কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে থাকে তাতে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। স্কুলগুলোতে কাউন্সিলিং সেবা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক সচেতনতা তৈরি, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইউসেপ, বাংলাদেশ মূলত সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ঝরে পড়া ও অনিয়মিত শিশুদের জন্য কাউন্সিলিং প্রদানের সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে?

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম
গ) সমষ্টি সংগঠন ঘ) সমাজ উন্নয়ন

২। স্কুলগুলোতে সামাজিক সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য কোনটি?

ক) রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করা খ) দলীয় চেতনা জাগ্রত করা
গ) ব্যক্তিগত চেতনা জাগ্রত করা ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক চেতনা জাগ্রত করা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উপনিবেশিক আমলে স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডের মূলে ছিলো–

i) জমিদার পরিবারের সদস্য
ii) তরুণ জনগোষ্ঠী
iii) অভিজাত পরিবারের সদস্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ব্র্যাক'র লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী কারা?

i. গ্রামীণ দরিদ্র
ii. দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠী
iii. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

টিপু নীলক্ষেতের একটি তেহোরীর দোকানে কাজ করে। কাজের পাশাপাশি টিপু অবহেলিত শিশুদের বিনামূল্যে পড়াশোনা করায় এমন একটি স্কুলেও নিয়মিত যায়। টিপুর খুব সখ সে বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে। এজন্য সে ভালো করে মাধ্যমিক পাশ করে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে চায়। শিক্ষকরা তাকে আশ্বাস দিয়েছে যে ভালো করে পড়লে তাকে টেকনিক্যাল স্কুলে ডিপ্লোমা পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

৩) উদ্দীপকটিতে কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক) ইউসেপ খ) ব্র্যাক
গ) গ্রামীণ ব্যাংক ঘ) প্রশিকা

৪) উদ্দীপকে উল্লেখিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের টেকনিক্যাল স্কুলে ট্রেড এর সংখ্যা কয়টি?

ক) ১৬ টি খ) ১৮ টি
গ) ২৭ টি ঘ) ২৯ টি

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব আব্দুল মজিদের দুই ছেলে। পড়াশোনা শেষ করে দুই ছেলেই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। এদিকে মি. মজিদ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নিজ দেশেই থাকবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে মজীদ দম্পত্তির সেবাযত্ন ও দেখাশোনার কেউ না থাকায় তারা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ক. UCEP এর পূর্ণরূপ কী?

খ. গ্রামীণ ব্যাংক বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকের ইঙ্গিত করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ কী তা আলোচনা করুন।

ঘ. প্রবীণদের সমস্যা সমাধানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে– বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১। ঘ ২। ক ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১। ক ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ : ১। ক ২। খ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮ : ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৯ : ১। ক ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৭ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ